Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
ইত্তেফাক, ০৯-১০-২০২৩, পৃ-০৭

রিজার্ভ নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তার দরকার নেই: ফরাসউদ্দিন

'রিজার্ভের মতো অর্থনীতির স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে অন্যায় বিতর্ক হচ্ছে। যারা বলছেন তিন মাসের মধ্যে রিজার্ভ শুকিয়ে যাবে, তারা কি মনে করেন, তিন মাসে কোনো রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্স আসবে না?'

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তার দরকার নেই। তবে সতর্ক প্রহরার দরকার রয়েছে। রিজার্ভ বাড়াতে রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয় বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এমন মন্তব্য করেছেন। গতকাল রবিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ের এফডিসির একটি মিলনায়তনে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত শিক্ষার্থীদের বিতর্ক প্রতযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. ফরাসউদ্দিন দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর কথা বলেন।

ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, 'রিজার্ভের মতো অর্থনীতির স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে অন্যায় বিতর্ক হচ্ছে। যারা বলছেন তিন মাসের মধ্যে রিজার্ভ শুকিয়ে যাবে, তারা কি মনে করেন, তিন মাসে কোনো রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্স আসবে না?'

ড. ফরাসউদ্দিন আরো বলেন, 'রিজার্ভ নিয়ে আমি চিন্তিত, কিন্তু উৎকণ্ঠিত নই। সমস্যা মনে করছি, কিন্তু সংকট মনে করছি না।'

সাবেক গভর্নর আরো বলেন, 'রেমিট্যান্সের বিপরীতে প্রণোদনা না দিয়ে খোলা বাজারের সঙ্গে ব্যাংকে ডলারের পার্থক্য ঘোচাতে পারলে কালোবাজারি বন্ধ হবে। টাকা ডলার বিনিময় হার একটা থাকতে হবে। কার্ব মার্কেটে বেশি দর পাওয়া যাচ্ছে। এ কারণে প্রবাসীরা সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।'

অর্থনীতি ও বিনিয়োগের প্রয়োজনে রাজনৈতিক স্থিতশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'রাজনীতিবিদরা যদি উঁচু মানের দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেন, নিজেদের মধ্যে যদি হানাহানি করেন, তাহলে দেশের অসামান্য অর্জন ধরে রাখা কঠিন হবে।'

ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ প্রসঙ্গে ফরাসউদ্দিন বলেন, 'বড় অংকের ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করেও অনেকে পার পেয়ে যাচ্ছে। সামান্য ঋণের জন্য কৃষককে জেলে নেওয়া হয়, অথচ অনেকে ১০ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ফেরত দেন না। তারা সব সরকারের আমলে ডানে-বামে বসে।'

ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তান, শ্রীলংকাকে পেছনে ফেলে আমরা এখন ভারতের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছি।

আইএমএফের ঋণ নিয়ে আমরা যদি আর্থিকখাতের সংস্কার করতে না পারি তাহলে সে ঋণ নিয়ে লাভ কী। দেশের আড়াই কোটি লোকের মাথাপিছু আয় ৫ হাজার ডলার। অথচ কর দিচ্ছে মাত্র ২৮ লাখ লোক। গ্রামগঞ্জে অনেক ব্যক্তি আছে যারা কর প্রদানে সক্ষম, তাদেরকেও করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তবে কর আদায়ে রক্তচক্ষু দেখানো যাবে না।

সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি-এর চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, বাংলাদেশের মানুষের কর দেওয়ার প্রবণতা কম। প্রভাবশালীদেরই কর ফাঁকির পরিমাণ অনেক বেশি। কর ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের অভাবে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।